প্রেসবিজ্ঞপ্তি

৫ জুন, ২০১৬

ধর্ষন মামলায় নারীর চারিত্রিক সাক্ষ্য -এর ব্যবহার বাতিলের জন্য আইন পরিবর্তনের আহবান

আজ ৫ জুন ২০১৬ বাংলা একাডেমীতে "বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্ষণ মামলায় নারীর চারিত্রিক সাক্ষ্যের ব্যবহার" বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাক্ষ্য আইনের বৈষম্যমূলক বিধান বাতিল করার দাবি তোলেন বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ আইনজীবি, নারী অধিকার কর্মীগন শিক্ষক এবং সাংবাদিকগণ। এই আইনের ধারা বাতিলের জন্য আইন কমিশনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে,সরকারের এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান।

ব্লাস্টের নেতৃত্বে আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বিডব্লিউএইচসি এবং মেরী স্টোপস বাংলাদেশ যৌথভাবে মোহাম্মদপুর, মহাখালী ও মিরপুরের ১৫টি বস্তিতে বসবাসরত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সখি প্রকল্প কাজ করছে, যাতে করে তারা তাদের পরিবারে, বস্তির ভেতরে এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ, সুস্থ ও মর্যাদাপূর্ন জীবনযাপন করতে পারে। নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মতামত প্রকাশ এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও চলাচলের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবংআইনগত বাধা সমূহ মোকাবেলা করতে পারে। এছাড়া, এই প্রকল্পের আওতায় নারীর আইনগত অধিকার ও ন্যায় বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সাক্ষ্য আইনের ধারা-১৫৫(৪) এর আওতায় ধর্ষন মামালায় নারীর চারিত্রিক সাক্ষ্য ব্যবহার বাতিল করার জন্য বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশের আইনসমূহ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনটির লেখক ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক কর্মরত আছেন। প্রতিবেদনটিতে মূলত উপনিবেশিক শাসনামলের সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ এর ধারা ১৫৫(৪) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ধর্ষণ মামলায় অভিযোগকারী নারীর চারিত্রিক সাক্ষ্য ব্যবহার করাকে অনুমোদন করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের দেশ সমূহ অদ্যবধি ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত দন্ড বিধি ১৮৬০ আইনটি অনুসরন করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ভারত, সিঙ্গাপুরসহ আরও কয়েকটি দেশের দন্ডবিধিতে যুগপোযগী সংশোধনী আনা হলেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন করা হয় নি। ১৫০ বছর পার করে আজও ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আদিম আইনের উপর ভিত্তি করে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার নারীকে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হওয়া সহ সম্মানহানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে,যে মুহূর্তে তার মানসিক ও শারীরিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন দু:খজনক ভাবে ঠিক সেই সময়েই তাকে সমাজ এবং আদালতের সমালোচনা মূলক দৃষ্টি এবং মন্তব্যের মোকাবেলা করতে হয়।

ধর্ষনের মামলার ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি ও দ্রুত বিচার পদ্ধতি সম্বলিত বিশেষ আইন থাকা সত্ত্বেও, ধর্ষণের শিকার নারীর ন্যায় বিচার পাবার অধিকার প্রায়:শই অগ্রাহ্য করা হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও যৌন নিপীড়নের শিকার নারী ও মেয়েদেরকে সামাজিক ভাবে অর্মযাদাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। যখন তারা বিচারিক পদ্ধতির মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকার দাবী করে তখন আদালতের প্রতিকূল পদ্ধতি সমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সীমাবদ্ধতা তাদেও ন্যায়বিচার আদায়ের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। আসামী পক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীর চরিত্রকে দোষারপ করা এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা আইনে বিদ্যমান একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা এবং আমাদের দেশের আইন ব্যবস্থায় এর অবস্থান বিরল।

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের চেয়ারপারসন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এডভোকেট সুলতানা কামাল সভাপতির বক্তব্যে বলেন "যখন কেউ ধর্ষনের শিকার হয়, কোর্ট থেকে ধর্ষিতার চরিত্র নিরীক্ষনের অনুমতি দেয়া হয় যা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য অসন্মানজনক। আইনের এই ধারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন"

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যলয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা সুলতানা শূভ্রা তার গবেষনা পত্রটির কিছু অংশ তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন "সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারায় লেখা আছে দুশ্চরিত্রা নারীর ধর্ষন হয় না, এই আইনে বাদীর বিচার হয় না, বরং ধর্ষণের শিকার নারীর বিচার হয়। এই আইন ভিক্টোরিয়ান সময়ের অনুভুতি নিয়ে করা হয়েছে"

নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এর ফাষ্ট সেক্রেটারী এলা দে-ভগ্ড তার বক্তব্যে বলেন "নারীরা প্রায় সব ক্ষেত্রে অগ্রসার হওয়ার পরও আইনের আশ্রয় থেকে বন্িচত। সখি প্রকল্প তাদের নিয়ে কাজ করছে। আজকের এই আয়োজন সখি প্রকল্পের একটি প্রয়াস"

ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন অনুষ্ঠানের প্রশ্ন উত্তর পর্বে বলেন "খৃষ্টান আইন অনুযায়ী কোন নারী যদি বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে চায় তবে ব্যাভিচার এর পাশাপাশি অন্য একটি অভিযোগ প্রমান করতে হবে, কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ব্যাভিচার এর অভিযোগ গ্রহন যোগ্য।"

এছাড়াও আইন কমিশনের সদস্য বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবির তার বক্তব্যে বলেন "আইন কমিশন সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারা বাতিল করার জন্য সুপারিশ করেছেন। সাক্ষ্য আইনের ১৫১ ও ১৫২ ধারায় বিচারক কে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, তিনি কোন ধরণের প্রশ্ন গ্রহণ করবেন অথবা করবেন না। আদালত এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নারীর চরিত্রের প্রতি অমর্যাদাকর প্রশ্ন করা থেকে আইনজীবীদের বিরত রাখতে পারেন। এ বিষয়ে বিচারকদের আরো সচেতন হতে হবে।"

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ -এর সভাপতি আয়েশা খানম, তার বক্তব্যে বলেন "কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে অর্ধমানব করে তোলে। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন এই আইন, কাজেই এই আইনের এই ধারা গুলো অবিলম্বে বাতিল হওয়া প্রয়োজন"

নারী ও শিশুর্নিযাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫ -এর স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আলী আসগর স্বপন তার বক্তব্যে বলেন, "নারী ৩ বার ধর্ষন হয়, ১ম বার ঘটনার সময়, ২য় বার মেডিকেল পরীক্ষার সময় এবং ৩য় বার কোর্টের সামনে, তিনি অবিলম্বে এর প্রতিকার চান।"

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি ও কমিনিউকেশন), ব্লাস্ট
ফোন: ০১৭৭৬০৬০১১৩